বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নের জন্য সংস্কার রোডম্যাপ (২০২৫-২৬)

পাইলট উদ্যোগ:

পরিদর্শন রিপোর্টসমূহ ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালুকরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয়েও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে রেলপথ মন্ত্রণালয় যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: তবিবুর রহমান
যুগ্ম সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

প্রেক্ষাপট
বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

প্র্যাক্টিস রিফর্ম
প্রসেস রিফর্ম
স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যা:

বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহন ব্যবস্থা হলেও এটি নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। রেলওয়ের অবকাঠামো পুরাতন ও জরাজীর্ণ, অনেক রুটে একক লাইন ও অব্যবস্থাপনার কারণে ট্রেন চলাচলে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটে। জনবল সংকট, কারিগরি দক্ষতার অভাব এবং সঠিক তদারকি না থাকায় যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে। টিকিট কালোবাজারি, দুর্নীতি, সেবার নিম্নমান এবং তথ্যপ্রযুক্তির অপ্রতুল ব্যবহার জনগণের আস্থা হ্রাস করছে। পাশাপাশি মালবাহী ট্রেন পরিচালনায় অপার পরিকল্পনা ও রাজস্ব হারানোর প্রবণতা বিদ্যমান।

অপর্যাপ্ত বাজেট, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার অভাব এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এই খাতের উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবহারিক সংস্কার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক, সময়নিষ্ঠ, নিরাপদ ও লাভজনক পরিবহন খাতে রূপান্তর করা।

১.১ কারিগরি ইন্টার্নশিপ ও মানবসম্পদ দক্ষতা উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলকে দক্ষ করে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ নেওয়া, স্টাফদের জন্য রেগুলার স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা এবং বিদেশে ট্রেনিং সুযোগ সম্প্রসারণ (ভারত, চীন, জাপান ইত্যাদি) করা প্রয়োজন।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

১.২ ডিজিটাল টিকিটিং সিস্টেম উন্নয়ন ও মোবাইল অ্যাপ চালু

প্রেক্ষাপট:

রঅনলাইন টিকিট ব্যবস্থা সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক করা। একটি রেলওয়ে মোবাইল অ্যাপ চালু করা, যাতে টিকিট কাটা, ট্রেনের অবস্থান, অভিযোগ দায়ের এবং আপডেট জানা যায়।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

১.৩ রেলওয়ে স্টেশন ও যাত্রীসেবার আধুনিকীকরণ

প্রেক্ষাপট:

মডেল স্টেশন (Model Station) প্রকল্প চালু করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে আধুনিক সুবিধাসহ উন্নয়ন করা।প্রতিটি কোচে পরিচ্ছন্নতা ও টয়লেট মেরামতের জন্য মোবাইল টিম চালু করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

১.৪ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা

প্রেক্ষাপট:

ট্রেন গন্তব্য অনুযায়ী GPS ও কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেম (OCC) ব্যবহার। সময়মতো ট্রেন ছাড়ার জন্য চালক, স্টেশন মাস্টার ও সুপারভাইজারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

১.৫ লেভেল ক্রসিং নিরাপদ করা ও দুর্ঘটনা হ্রাস

প্রেক্ষাপট:

ঝুঁকিপূর্ণ লেভেল ক্রসিং-এ স্বয়ংক্রিয় গেট ও গেটম্যান নিয়োগ। গেটের সামনে এলইডি সতর্কতা বোর্ড ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

ফলাফল:

এই ব্যবহারিক সংস্কার উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার সেবার মান বৃদ্ধি, যাত্রী সন্তুষ্টি অর্জন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

২. প্রসেস রিফর্ম

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রক্রিয়া সংস্কার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য: রেলওয়ের প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলোকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী করে তোলা।

২.১ ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু

প্রেক্ষাপট:

রেলওয়ের দপ্তরগুলোতে ই-নথি, ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা। কর্মকর্তাদের জন্য অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও ড্যাশবোর্ড চালু করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

২.২ ইনস্পেকশন ও ফলো-আপের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট:

সকল পরিদর্শন রিপোর্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা। রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় Action Plan তৈরি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব নির্ধারণ।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

২.৩ টিকিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও অডিট ট্রেইল

প্রেক্ষাপট:

সকল টিকিট বিক্রি ও রিফান্ড কার্যক্রমে Audit Trail & Reporting System সংযুক্ত করা। কালোবাজারি রোধে টিকিটিং প্রক্রিয়ায় OTP, Face ID বা NID Verification চালু।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

২.৪ রেলওয়ে বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা

প্রেক্ষাপট:

ডিজিটাল বাজেট ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করে বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি মনিটরিং করা।বিভাগীয় বাজেট ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ রিপোর্ট চালু করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

২.৫ ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

রেলওয়ের সমস্ত কার্যক্রমের জন্য একটি Data Integration Platform গঠন করা, যেখানে অপারেশন, রাজস্ব, যাত্রী সংখ্যা, ট্রেন সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদির লাইভ রিপোর্ট থাকবে। নীতিনির্ধারকদের জন্য Dashboard-based Decision Support System (DSS) তৈরি করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

ফলাফল:

এই প্রক্রিয়াগত সংস্কার উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে, যা ভবিষ্যতে রেল ব্যবস্থার সার্বিক মান উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

বাংলাদেশ রেলওয়ের কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থায় গভীর ও টেকসই পরিবর্তন আনা, যাতে রেলব্যবস্থা আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও আর্থিকভাবে টেকসই হয়।

৩.১ রেলওয়ে পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি স্বাধীন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক কর্পোরেট ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা (যেমন: রেলওয়ে কর্পোরেশন মডেল)।পরিচালনা বোর্ড গঠন করে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন আলাদা করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৩.২ মালবাহী ও যাত্রীবাহী বিভাগের পৃথকীকরণ

প্রেক্ষাপট:

রেলওয়ের ভেতরে দুটি আলাদা ইউনিট করা:
- প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ইউনিট
- কার্গো/ফ্রেইট সার্ভিস ইউনিট।

এতে করে দুই ধরনের সেবায় স্বচ্ছতা, লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও দায়বদ্ধতা বাড়বে।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৩ ডিভিশন ও জোন পুনর্বিন্যাস

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে প্রচলিত বিভাগ ও জোনগুলো আধুনিক রেল নেটওয়ার্ক ও যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী পুনঃবিন্যাস করা। জোনগুলোকে আর্থিক ও পরিচালনাগত স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-accounting unit) হিসেবে রূপান্তর করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৪ রেলওয়ে পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে আলাদা উইং

প্রেক্ষাপট:

একটি Central Project Implementation Unit (CPIU) গঠন, যা শুধুমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করবে। এই ইউনিটে প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবস্থাপক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৫ মানবসম্পদ কাঠামো সংস্কার

প্রেক্ষাপট:

সময়োপযোগী ক্যাডার ভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন। আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী নতুন ক্যাডার/পদের সৃজন (যেমন: IT, নিরাপত্তা, সিগন্যাল ও ব্যবসা উন্নয়ন শাখা)।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

ফলাফল:

এই প্রক্রিয়াগত সংস্কার উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে, যা ভবিষ্যতে রেল ব্যবস্থার সার্বিক মান উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

৪. পলিসি রিফর্ম

বাংলাদেশ রেলওয়ের নীতিগত সংস্কার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান নীতিমালা ও বিধিমালাগুলোর যুগোপযোগী পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও ব্যবসা-বান্ধব রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪.১ জাতীয় রেলনীতি (National Railway Policy) হালনাগাদ

প্রেক্ষাপট:

রেলওয়ে খাতের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি আধুনিক National Railway Policy ২০২৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই নীতিতে নিরাপদ পরিবহন, বাণিজ্যিকীকরণ, কার্বন নির্গমন হ্রাস ও আঞ্চলিক সংযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৪.২ ট্রেন পরিচালনা ও সময়ানুবর্তিতা সংক্রান্ত নীতিমালা

প্রেক্ষাপট:

ট্রেনের বিলম্ব রোধে একটি"Train Operation & Punctuality Policy" প্রণয়ন এবং সময়সূচি লঙ্ঘন ও অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত দায়বদ্ধতা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৩ টিকিটিং ও যাত্রীসেবা সংক্রান্ত নীতি

প্রেক্ষাপট:

অনলাইন ও অফলাইন টিকিটিং-এ স্বচ্ছতা, ফেয়ার কোটাসহ “Passenger Rights &Service Policy” চালু করা এবং নির্দিষ্ট সেবা মান (Service Standard Charter) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৪ জনবল ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতি

প্রেক্ষাপট:

আধুনিক রেল পরিচালনার জন্য নতুন Human Resource Policy প্রণয়ন এবং দক্ষ জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পারফরম্যান্স বেজড পদোন্নতির ভিত্তি তৈরি করা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৫ পণ্য পরিবহন ও রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত নীতি

প্রেক্ষাপট:

পণ্য পরিবহনকে উৎসাহিত করতে নতুন Freight Tariff & Incentive Policy প্রণয়ন। লজিস্টিক হাব, মাল টার্মিনাল ও ড্রাই পোর্ট উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ নীতিমালার ব্যবস্থা।

দায়িত্ব:

বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সহযোগিতা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬

ফলাফল:

উপরোক্ত নীতিগত সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনা আরও স্বচ্ছ, সেবার মান উন্নত এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম লাভজনক ও টেকসই হবে। নীতিগত আধুনিকতা ছাড়া কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও সফলভাবে টিকানো সম্ভব নয়।

পাইলট উদ্যোগ: (জুন ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬)

পরিদর্শন রিপোর্টসমূহ ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালুকরণ

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা:

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক আদেশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন রুটের ট্রেন, রেলওয়ে ষ্টেশন, রেলওয়ে স্থাপনা(হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা, ওয়ার্কশপ, ভূমি ইত্যাদি) ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো: পরিষেবার মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত ঘাটতি শনাক্তকরণ ও জনসেবা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলদেশ রেরওয়ের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তার ফিডব্যাক পাওয়া যায় না।

ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বা পর্যক্ষেণের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। ফিডব্যাকের অভাবে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ঘাটতি দেখা দেয়। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মনিটরিং বা মূল্যায়নের কোনো কেন্দ্রীয় ট্র্যাকিং ব্যবস্থা নেই। জনসেবা সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের দৃশ্যমান অগ্রগতি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

সমস্যা সমাধানের উপায়:

- পরিদর্শন রিপোর্টসমূহ ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি অনলাইনপ্ল্যাটফর্ম চালু করা যেতে পারে।
- প্রশাসন শাখা পরিদর্শন রিপোর্ট অনলাইন প্লাটফর্মে উপস্থাপন করবেন।
- অনলাইন প্লাটফর্মটি সক্রিয় রাখার জন্য এ সংক্রান্ত একটি আইটি টিম গঠন করা যেতে পারে।

ফলাফল:

- স্বয়ংক্রিভাবে পরিদর্শন রিপোর্টের উপর Action Plan প্রস্তুত হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব নির্ধারণ করবে।
- পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নে গতি পাবে।
- গৃহীত কার্যক্রম মনিটর করা যাবে ও ফিডব্যাক পাওয়া যাবে।
- সর্বোপরি জনসেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোণাম:

:পরিদর্শন রিপোর্টসমূহ ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালুকরণ।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

:উদ্যোগটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায় পাইলটিং হবে, কারণ প্রশাসন শাখা পরিদর্শন রিপোর্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

: জুন/২০২৬ শুরু হবে এবং ডিসেম্বর/২০২৬ শেষ হবে।

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যাক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

: পাইলটিং এর ফলে এক বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রায় ১০ কোটী যাত্রী মানসম্মত সেবার মাধ্যমে উপকৃত হবে এবং রিপোর্ট বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিপুল পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হবে যা সম্পদের অপচয় হ্রাস করবে এবং যাত্রীসেবা বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণ লোকসান কমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

অংশীজন	সম্পৃক্ততার ধরণ ও কাজ
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন রিপোর্ট অনলাইন প্লাটফর্মে উপস্থাপন করবে।
বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরিদর্শন রিপোর্টের পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

রিসোর্সের ধরণ	দপ্তর	রিসোর্স কী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে
মানব সম্পদ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	অনলাইন প্লাটফর্ম চালু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতে হবে।
অর্থ	রেলপথ মন্ত্রণালয়	একটি অনলাইন প্লাটফর্ম আউটসোর্সিং করার জন্য বাজেট প্রয়োজন হবে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট হতে একটি সফটওয়্যার তৈরী করা হবে।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
০১	সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন	RIO	৩১.০৮.২০২৫	SSC থেকে প্রাপ্ত RIIAP নোটে উপস্থাপন
০২	কমিটি গঠন	সচিব	০৭.০৯.২০২৫	RIO কর্তৃক- • কমিটির সদস্য নির্বাচন • কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ • সদস্যদের অবহিতকরণ
০৩	কমিটির সভা	সদস্য সচিব/সভাপতি	১৫.০৯.২০২৫	সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ, সভার এজেন্ডা ও নোটিশ প্রস্তুত এবং জারিকরণ, সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ, আপ্যায়ন, সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ।
০৪	অংশীজন সভা	সদস্য সচিব/সভাপতি	অক্টোবর ২০২৫ এর প্রথম সপ্তাহ	অংশীজনের তালিকা পস্তুত করা; সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ, সভার এজেন্ডা ও নোটিশ প্রস্তুত এবং জারিকরণ, সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ, আপ্যায়ন, সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ।
০৫	জনমত আহ্বান	RIO	৩১ অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য আইটি শাখায় প্রেরণ, ওয়েবসাইটে আপলোড করণ, প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ ও কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকরণ।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণের জন্য নিমোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী:

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জনসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণের উপর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মনিটরিং বা মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু রাখা, অনলাইনে প্রতিবেদন দাখিল ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, চলমান কার্যক্রমসমূহকে ডকুমেন্টেড রাখা, প্রতিটি প্রতিবেদন ইউনিক আইডিসহ সংরক্ষণ, গৃহীত পদক্ষেপ, ডকুমেন্ট ও ছবি সংযুক্ত করে আপডেট করা, পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে দপ্তরসমূহকে দায়বদ্ধ করা এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রবর্তন।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বদলি বন্ধ রাখা, নিয়মিত ফলপ্রসু সভা আয়োজন করা, অর্জিত সুফল সকল পক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

Preparing RIOs with necessary Knowledge, Skills & Attitude (KSA)

01 Problem Identification through Root Cause Analysis

02 Codifying Own Org. Reform (Policy, Practice, Process & Structure) Agenda

03 Identifying Policy Options to Resolve the Problems

04 Engaging Stakeholders, Analyzing SWOT, Mapping Risk, Buy-in & Managing Change

05 Undertaking Pilot Project as Action Plans

06 Evaluating Skill & Entrepreneurship Dev. & Employment Generation Strategy under Policy Coherence

“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”

BPATC রেলপথ মন্ত্রণালয়